১

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?

ভিত্তির চেয়ে ঘরের শক্তি বেশি হতে পারে না। যে ভিত্তির উপরে গৃহ অবস্থিত থাকে তাহার দ্বারাই উক্ত ঘরের সকল অংশ প্রভাবিত হয়।

গৃহের সাথে ভিত্তির যেমন সম্পর্ক "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?" প্রশ্নটিও জীবনের সাথে তেমনই সম্পর্কিত। ঈশ্বরের উপরে আমাদের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস, আমাদের চিন্তার ভিত্তি প্রস্তর সৃষ্টি করে, যাহা জীবন সম্পর্কে আমাদের চিন্তার রঙ অথবা ব্যাখ্যা করে।

অতএব, এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যাহা যে কেহ জিজ্ঞেস করতে পারে, আর তা হল, "ঈশ্বর কি আছেন?" যে কারণে এই প্রশ্নটিকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন বলা হয়, তা হল; এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্নের প্রভাব পড়বে।

উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন একজন লোক এই প্রশ্নের উত্তর দিল এই বলে যে, "না, ঈশ্বর নেই।" এর পরেই এই লোকটি "এই পৃথিবীতে আমি কেমন জীবন যাপন করব?" প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, "আমি যেমন খুশি তেমন জীবন যাপন করব। যেহেতু আমি কাহারও সৃষ্ট সৃষ্টি নই, এবং আমার কোন ঊর্ধ্বতন কাহারও কাছে কোন জবাব দীহি করতে হবে না। আমার একটাই কাজ আর তাহলো, সহ-মানবের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যটা যেমন সম্ভব হবে তেমন করে লক্ষ্য রাখা। এর পরে, আমার জীবন নিয়ে আমি কি করব তাহা আমার

ব্যাপার। যেহেতু মৃত্যুর পরে আর আমি থাকবো না। অতএব আমার জীবন থেকে যতটুকু আমি বের করে নিতে পারব ততটুকুই আমাকে অবশ্যই বের করে নিতে হবে।"

এবার আসুন "ঈশ্বর কি আছেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে অন্য একজন লোক এই বলেছিলেন যে, "হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আছেন।" এই উত্তরের কারণে তাহার "এই পৃথিবীতে আমি কেমন জীবন যাপন করব?" প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ ভাবে অন্য রকম হবে। প্রশ্নের উত্তরে তিনি হয়ত বলবেন, "আমি কোন এক শক্তি-ধরের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি। আমার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার কোন উদ্দেশ্য আছে, আমার উচিত হবে সেই সকল উদ্দেশ্য সকল অনুসন্ধান করা। একমাত্র তাঁহার ইচ্ছা অনুসন্ধানের দ্বারা জীবন যাপন করে আমার জন্য সৃষ্টি কর্তার দেওয়া সকল উদ্দেশ্য এবং সান্ত্বনা আমি পেতে পারি যাহা তিনি আমার জন্য রেখেছেন। আমি জানি তাঁহার পৃথিবীতে আমি কিভাবে জীবন যাপন করেছি, একদিন তিনি সেই হিসাব চাইবেন।"

আসুন আমরা সতর্কতার সাথে "ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?" প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। ঈশ্বর যে বর্তমান আছেন তাহা বাধ্যতামূলক বিশ্বাসের কোন কারণ আছে কি? ঈশ্বর বর্তমান আছেন, এই বিষয়ে কোন প্রকার বিতর্ক দিয়ে বাইবেল আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু উহা শুরু হয়েছে ঈশ্বর সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েঃ "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন" (আদি ১:১)। বাইবেলের সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে পরিপূর্ণ। কিছু সরাসরি এবং কিছু পরোক্ষভাবে দেওয়া আছে; কিছু স্পষ্টভাবে লেখা এবং কিছু ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আসুন দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা করে অন্য গুলির সারমর্ম উপলব্ধি করি। যদি এই দুটিকে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে উহা আপনাকে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে যে সত্যই ঈশ্বর আছেন।

পৃথিবী থেকে সাক্ষ্য

প্রথম সাক্ষ্য, যাহা আমাদের ঈশ্বর আছেন তাহা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে, আর তা হল আমাদের চারপাশ ও উপরের পৃথিবী থেকে। পৃথিবী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনবরত ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথাই বর্ণনা করে।

আমরা একটি গ্রহে বাস করি যাহাকে আমরা পৃথিবী বলি। এই পৃথিবী একটি সৌরজগতের অংশ যাহা সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ করে। এই সৌর জগতের পর্যায়ক্রমিক চলমানতা এবং নকশা প্রশ্নাতীত। এই সকল গ্রহ গুলি প্রত্যেকের নিজ নিজ কক্ষপথে থাকে এবং কখনই একের সাথে অন্যের সংঘর্ষ হয় না। তাহারা সকলেই সূর্যের চারপাশে সঠিক গতিতে এবং সঠিক দূরত্বে পরিভ্রমণ করে। সূর্যের সাথে পৃথিবীর সম্পর্কের কারণে দিনরাত এবং ঋতু সমূহ সৃষ্টি হয়। ইহা সূর্য থেকে নিরাপদ দূরত্বে সর্বদা অবস্থিতি করে। যদি আমরা সূর্য থেকে আরও অধিক দূরত্বে অবস্থান করি তবে বরফ হয়ে যাব। যদি আমরা আরও নিকটে অবস্থান করি, তবে আমরা পুড়ে যাব।

বৈজ্ঞানিক-গন আমাদের বলেছেন যে, মহাশূন্যে আমাদের ছাড়াও আরও বহু সংখ্যক সৌর জগত রয়েছে। আমরা জানিনা মহা বিশ্বের আকার কত? আমাদের দূরবীন উহার প্রান্ত পর্যন্ত দেখাতে পারে না। আমাদের কল্পনাও উহার প্রস্থ বলতে পারে না। যদিও মহাবিশ্বের অনেক কিছুই আমরা জানি না, একটি বিষয় নিশ্চিত করে জানি যে– এটা মহাবিশ্ব যাহার পর্যায়ক্রমে চলমানতা এবং নকশাকৃত বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা এলোপাথাড়ি এবং বিশৃঙ্খল নয় বরং উহা ঐক্যবদ্ধ এবং পরিকল্পিত।

মহাবিশ্বের এই উপস্থিতি দুটি সিদ্ধান্তের একটিতে উপনীত হতে বাধ্য করেঃ হয়ত উহা সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা নিজে থেকে উদয় হয়েছে। যদি কেহ বলে যে মহা বিশ্ব হঠাৎ নিজেই উদয় হয়েছে। তাহাকে এই উপসংহারে উপনীত হতে হবে যে, মহাবিশ্ব কোন কিছু

থেকে সৃষ্টি হয় নাই, অথবা যে বস্তু পূর্বেই উপস্থিত ছিল এমন কোন প্রকার বস্তু থেকে আকস্মিক ভাবে মহাজাগতিক বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এই দুটি প্রধান সিদ্ধান্তের মধ্যে উপযুক্ত গ্রহণ যোগ্য হল একটি, আর তা হল মহা বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা চারিত্রিক সরলতা ও সততায় কিভাবে বিশ্বাস করব যে মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে? যৌক্তিকতায় কিভাবে আমরা বিশ্বাস করব যে মহাবিশ্ব কোন পূর্ব উপস্থিত বস্তুর আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ দ্বারা হয়েছে, যে বস্তুটি অনন্তকাল ছিল, আর তা হতে মহাবিশ্বের উদয় হয়েছে?

ধরুন একজন লোক হাতে করে একটি বই নিয়ে আমার কাছে আসলেন। তিনি আমাকে দিলেন ও পড়তে বললেন। আমি উহা দেখতে লাগলাম। বইটির সামনের মোড়কে "ক্রুডেন্স এর সম্পূর্ণ কনকর্ডেন্স" লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হল। আরও দেখলাম যে প্রকাশকের স্থানে "জন্ডার্ভান" লেখা আছে। আমি বইটির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে দেখলাম যে উহাতে বিভিন্ন নাম সমূহ, স্থান সমূহ এবং উক্তি সমূহ যাহা কিং-জেমস ইংরেজি বাইবেল হতে আক্ষরিক ভাবে পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বাইবেলের কোথায় কোথায় উহা পাওয়া যাবে তাহার বরাত প্রতিটির নিচে দেওয়া আছে। বইয়ের মোড়কের উপরে লেখা আছে যে বইটিতে ২,০০,০০০ উদ্ধৃতির অধিক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমি লোকটিকে হয়ত বলতে পারি, "আমার মনে হয় আমি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে দেখব যদি এই বইটির একটি অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারি।"

লোকটি তখন বলল, "আপনি এই বইটির কোন অনুলিপি ক্রয় করতে পারবেন না। এই বইটি জণ্ডার্ভানের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই এবং অ্যালেক্সান্ডার ক্রুডেন্সের দ্বারা সঙ্কলন করা হয় নাই। বইটি হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছে। আমরা বইটিকে উহার পূর্ণ আকারে এই ভাবেই পেয়েছি। কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজে ইহার সৃষ্টি হয়েছে।" আমি লোকটিকে বলব, "আপনি কি বলতে চান যে এই বইয়ের নাম, স্থান, এবং উক্তি গুলি কাহারও দ্বারা ইংরেজি বাইবেল হতে

সঙ্কলন করা হয় নাই? আপনি কি বলতে চান যে এই ২,০০,০০০ উদ্ধৃতির অধিক, কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে? আপনি কি বলতে চান যে এই পুস্তকটিকে টাইপ সেট করা, ছাপান, এবং বাঁধাই করা হয় নাই?"

যদি লোকটি উত্তর দেন যে, "হ্যাঁ, ইহাই আমি বলেছি," তখন আমি বলব যে, "আমি জানি আপনি ভুল করছেন। আমি আপনাকে মানুষ হিসেবে সম্মান করি, কিন্তু আপনার এই বইটির উৎপত্তি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, আমার বিচার শক্তি আপনাকে সম্মান করতে দিচ্ছে না। কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই আমি বলতে পারি যে, এই বইটি হঠাৎ উদয় হতে পারে নাই।" এই লোকটির কাছে আমি আমার নিশ্চিত উত্তর দিতে পারব, কারণ এই পুস্তকটির উৎপত্তি সম্পর্কে আমার বিচার শক্তি অন্য কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারে না।

ধরুন অন্য আরেক জন লোক এসে আমাকে একটি রেডিও দিল। লোকটি বলল, "আমি চাই আপনি এই রেডিওটি দেখুন। একটি ইলেকট্রিক কর্ড এর পেছনে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি রেডিওটিকে চালু করে গান শুনতে পারেন। এই রেডিওটির তলদেশে এক ধরনের ব্যাটারি আছে। যখন রেডিওটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়, তখন এই ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ শক্তি সংগৃহীত হয় ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। ফলে যখন আপনি বিদ্যুৎ লাইনের কাছ থেকে দূরে যাবেন তখন বিদ্যুৎ লাইন ছাড়াই ইহা আপনি চালু করতে পারবেন এবং শুনতে পারেন। ইহা আপনি ঘরে বসে অথবা ভ্রমণের সময় ব্যবহার করতে পারবেন।" আমি সম্ভবত লোকটিকে বলতে পারি, "এই জিনিসটি হবে সর্বাধিক ব্যবহার যোগ্য একটি জিনিস। আমি সময় সময় ভ্রমণ করে থাকি, এই রেডিওর মত একটি রেডিও আমার জন্য বেশ সাহায্যকারীই হবে। আমার মনে হয় আমি এই রেডিওটির মত ছোট একটি রেডিও ক্রয় করতে পারি কি না তাহা দেখব।"

কল্পনা করুন লোকটি আমাকে বলল, "কখনই না। এই

রেডিওটি কোন ক্রমেই ক্রয় করা যাবে না। উহা কেহ তৈরি করে নাই। নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয় একটি কারখানা আছে, যাহার ভিতরে সব ধরনের সরঞ্জাম ছিল– প্লাস্টিক, ধাতব, কাঠ ইত্যাদি। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত কারখানার মধ্যে এক বিস্ফোরণ ঘটে। ঐ সকল সরঞ্জাম শূন্যে নিক্ষেপিত হয়। যখন উহা শূন্যে ছিল, কিছু সরঞ্জাম একত্রিত হল, কোনভাবে একত্রে গেঁথে গেল এবং এই রেডিওর আকার হয়ে মাটিতে এসে পড়ল। ধ্বংস প্রাপ্ত দালানের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা এই রেডিওটি পেয়েছি। ইহার জন্য কোন নকশা ছিল না অথবা তৈরিও হয় নাই বরং বিস্ফোরণের থেকেই উহার সৃষ্টি।" আমি এই লোকটিকে ইহা বলব যে, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন যে এই রেডিওটি কোন প্রকার নকশা, কলাকৌশল এবং সতর্কভাবে একত্রে না গাথা সত্যেও সৃষ্টি হয়েছে? আপনি কি নিশ্চিত করে বলিতেছেন যে উহা বিশৃঙ্খল পরিবর্তনে সৃষ্ট হয়েছে, কোন মেধা দিয়ে নয়? এর পরেও যদি ঐ লোকটা আমার কাছে ওজর আপত্তি করে বলে যে রেডিওটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তবে আমি তাহাকে বলব, "এই রেডিও সম্পর্কে আপনার ভুল ধারনা আছে। কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক রেডিও সম্পর্কে এই রকম ধারনা করতে পারে না। এইভাবে রেডিও সৃষ্টি হওয়ার কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনা।" লোকটিকে দেওয়া আমার উত্তর সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত। আমার বিচার শক্তি অন্য কোন প্রকার ধারনা নেয়ার অনুমতি দিবে না।

এই বই ও রেডিও থেকে নিশ্চিত ভাবে যে ধারণা পেয়েছি সেই মত আরও দৃঢ় নিশ্চিত ধারনা আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিতে পারব। বিজ্ঞানের কোন ভাষার অলঙ্কার এবং পারিভাষিক শব্দ আমাদের বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, এই মহাবিশ্ব কোন কিছু না থেকে সৃষ্ট হয়েছে অথবা, কোন বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। একটি বই অথবা রেডিও অপেক্ষা মহাবিশ্ব আরও অধিক শৈল্পিক কৌশলের মাধ্যমে তৈরি। যদি আমরা বিশ্বাস করতে না পারি যে,

বইটি আপনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে অথবা রেডিওটি বিস্ফোরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তবে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করব যে, এই মহাবিশ্ব আপনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে অথবা অসতর্ক কোন বস্তুর বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছে? যত-লোক এই মহা বিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন তাহারা তাহাদের গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মহা বিশ্ব হল, অবিশ্বাস্য এক জটিল নকশা/পরিকল্পনা এবং নির্ভুল সৃষ্টি।

আমাদের বিচার বুদ্ধি দ্বারা আমরা যে ধরনের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি, বাইবেল তাহা নিশ্চিত করেছে। গীত ১৯:১ এ বলা হয়েছে "আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম জ্ঞাপন করে।" অন্য কথায়, যদি আমরা এক পরিষ্কার রাতে কোন ভূমিতে বসি এবং তারকাময় আকাশের দিকে তাকাই, আমরা আমাদেরকে এক মনোরম উপাসনালয়ে উপস্থিত অনুভব করব। সেখানে প্রচারক হবেন অন্ধকারময় আকাশ ও তাহার সাথে অগণিত সংখ্যক তারকারাজি। আমরা হব উপাসনার সমবেত সদস্যবৃন্দ। মিলনায়তন হবে ঘাস, যাহার উপরে আমরা বসে আছি। প্রচারক নীরবে কিন্তু পর্যাপ্ত ভাবে ঘোষণা করবেন যে তারকা হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে আসে নাই বরং উহাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তারকাময় আকাশ ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করবে। আমরা যখন এই উপাসনালয় ত্যাগ করব, আমরা বলব, "যে সংবাদ আমরা এই প্রচারকের কাছ থেকে শুনতে পেলাম তাহা সত্য হতেই হবে। আমার বিচার বুদ্ধি অন্য কোন কথা বিশ্বাস করতে দিবে না।

পৌল নতুন নিয়মের একজন লেখক, তিনি লিখেছেন, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টি-কাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এই জন্য তাঁহাদের উত্তর দিবার পথ নাই" (রোমীয় ১:২০)। এই মহা বিশ্বের যাহা কিছু দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায় তাহা প্রমাণ করে অদৃশ্য ঈশ্বরেরই হাত। উহারা তাঁহার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা এবং অলৌকিক চরিত্রের কথা বলে। দৃশ্যমান সবকিছু দিয়েই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের শিক্ষা পাই– আমাদের চারপাশের জগৎ ও আমাদের উপরের জগৎ থেকে। পৌল আরও বলেছেন "তথাপি তিনি আপনাকে সাক্ষ্য-

বিহীন রাখেন নাই, কেননা তিনি মঙ্গল করিতেছেন, আকাশ হইতে আপনাদিগকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক ঋতুগণ দিয়া ভক্ষ্যে ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন" (প্রেরিত ১৪:১৭)। আমাদের গ্রহের জগৎ এবং আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করে।

জনপ্রিয় শিশুতোষ গল্পে, রবিনসন ক্রুসো পরিত্যক্ত এক দ্বীপে জাহাজ দুর্ঘটনায় পরেছিলেন। যখন তিনি জাহাজ দুর্ঘটনার পরে তীরে পৌঁছলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি চারিদিকে অন্যান্য জীবিতদের অনুসন্ধান করেন। কাহাকেও পেলেন না। তিনি একাই দুর্ঘটনায় রক্ষা পেলেন। তিনি দ্বীপের সর্বত্র মানুষের অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কাহাকেও পেলেন না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তিনি একাই এই দ্বীপে আছেন। তিনি তাহার জন্য ডালপালা ও গাছ দিয়ে একটি ঘরের মত তৈরি করলেন। দ্বীপের ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করতে থাকলেন। তিনি বন্য জীব-জন্তু মাংসের জন্য এবং পোশাকের জন্য ফাঁদ পেতে ধরতেন। একদিন তিনি সমুদ্র তীরে হাঁটতে হাঁটতে অন্য একজন মানুষের পায়ের কোমল ছাপ দেখতে পেলেন। তাৎক্ষনিক তিনি তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যে কোন একটি সিদ্ধান্ত সত্য হবে বলে স্থির করলেনঃ সম্ভবত কেহ এই পায়ের ছাপ রেখে চলে গেছেন। সম্ভবত যিনি ঐ ছাপ তৈরি করেছেন তিনি মারা গেছেন, এবং ক্রুসো তাহাকে দ্বীপে মৃত অবস্থায় দেখতে পেতে পারেন। সম্ভবত, যাহার পায়ের চিহ্ন তিনি ঐ দ্বীপে জীবিত আছেন। তিনি ছাড়াও যে অন্য কেহ ঐ দ্বীপে এসেছিল সেই আনন্দে তাহার হৃদয় নেচে উঠল। পায়ের ছাপ উহার প্রমাণ দিয়েছে। তিনি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত। তিনি দ্বীপের সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন, এবং ঘটনাক্রমে কোন এক শুক্রবারে তিনি ওই এলাকার লোকের সন্ধান পেলেন, যাহার পায়ের ছাপ তিনি পেয়েছিলেন। ঐ লোকটির নাম যে দিন তিনি তাহাকে পেয়েছিলেন সেই দিনের নামানুসারে শুক্র রাখলেন।

আমরাও রবিনসন ক্রুশের বইয়ের চরিত্রের মত একই। আমাদের সামনেও পৃথিবীর, তারকা, সূর্য এবং চন্দ্রের ছাপ রাখা আছে। এই ছাপগুলি একজন সর্বশক্তিমানের দ্বারা সৃষ্টি। ক্রুসো বোকার মত কাজ

করতেন, যদি তিনি উক্ত ছাপ দেখে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, উহা আপনা হতেই হয়েছে। তেমনই আমরাও বোকা হব যদি যথার্থ চিন্তা না করে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই যে পৃথিবী এবং বিশ্ব হঠাৎ ঘটা একটি ঘটনা- যে উহা কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের চারপাশের এবং উপরের বিশ্ব একমাত্র উপসংহারে উপনীত করেঃ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দৃশ্যমান পৃথিবী ও বিশ্ব এর পিছনে আছেন। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ঠিক যেমনটি আমরা হয়েছিলাম বই ও বৈদ্যুতিক রেডিওর ব্যাপারে- যে ইহা বিস্ফোরণে অথবা কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নাই।

সাক্ষ্য হিসেবে মানব

দ্বিতীয়তঃ আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বরের সত্যই অস্তিত্ব আছে, কারণ একটি সাক্ষ্য আমাদের সামনে আছে, আর তা হল মানুষের অস্তিত্ব। মানুষের বর্তমান থাকাই প্রকাশ করে যে ঈশ্বর আছেন।

প্রত্যক্ষ বিশ্বের চেয়েও মানুষ আরও মহান এবং আশ্চর্য বিষয়। উহার বুদ্ধিমত্তার শক্তির কথা চিন্তা করুন। মানুষ যুক্তিতর্ক করতে, বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে, স্বপ্ন দেখতে, পরিকল্পনা করতে এবং নকশা তৈরি করতে পারে। অনেক লোক আছেন যাহারা অনর্গল চারটি ভাষা এবং আরও অনেক ভাষায় কথা বলতে পারেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের একটি কোষ যত বড় কম্পিউটারই তৈরি হোক না কেন তাহার চেয়েও উহা জটিল।

দেখুন মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। মানুষ সর্বদা সর্বযুগে উপাসনা করে আসছে। বড় বড় মনিষী-গনও কোন না কোন উচ্চ ক্ষমতার কোন কিছুকে উপাসনা করেছেন। কি করতে হবে বা করা উচিত এই জ্ঞানটি মানুষের মধ্যে আছে। তাহার মধ্যেই রয়েছে নৈতিক চেতনা। কিছু সময় তাহার এই নৈতিকতা যথাযথ নয়, কিন্তু সর্বদা উহা উপস্থিত আছে।

মানুষের দেহ নিয়ে একটু ভাবুনতো। মানুষের দেহের একটি অংশ নিয়ে অধ্যয়নে আপনি আপনার জীবন কাল শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু গবেষণা করা শেষ হবে না।

জীবনের কথা চিন্তা করুন। আমরা উহাকে সৃষ্টি করতে পারিনা এবং উহা যখন মারা যায় তাহাকে জীবিত করা যায় না। সম্পূর্ণভাবে উহার ব্যাখ্যাও দিতে পারি না এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনা। মানুষের বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশ করে যে উহার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

ধরুন আমরা একটি অধ্যয়ন কক্ষে আছি এবং জীবনের উৎপত্তির সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনছি। বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী ও ব্যাখ্যা রেখে তিনি সারাংশে বললেন "আদিতে কোন এক ধরনের কোষ ছিল এবং উহার মধ্যেই এক ধরনের জীবন ছিল। উহা গুনকের আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকল, বড় হল, পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। এক ধরনের সামুদ্রিক জীব আবির্ভূত হল। সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল, বড় হল এবং পরিপূর্ণতা পেল। এক ধরনের স্থলচর প্রাণী আবির্ভূত হল। ইহা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল, বড় হল, এবং পরিপূর্ণতা পেল। সর্বশেষে, লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রমে মানুষ নামের এক জীব বিকশিত হল।"

অধ্যাপকের কথা থেকে আমরা তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম যাহা তাহার সূত্রে কোন সমাধান পেলাম না। তিনি এই সমস্যা গুলিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অতিক্রম করে গেলেন এমন ভাবে যেন উহার কোন মূল্যই নেই, কিন্তু এই সমস্যা গুলিকে যথাযথ মূল্যায়ন না করার জন্য তাহার দেওয়া সূত্রকে বিশ্বাস হেতু গ্রহণ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। প্রথম সমস্যা হল জীবনের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা। তাহার সূত্র প্রমাণ করে যে, জীবন নিজে থেকেই সৃষ্টি, অন্য কোন কিছু থেকে নয়। কোন লোকই বিশ্বাস করতে পারবে না যে, বইটি কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে এবং রেডিওটি বিস্ফোরণ হতে সৃষ্টি হয়েছে; সেখানে বই ও রেডিওর চেয়েও জীবন হল অধিক জটিল সৃষ্টি। মানুষ বই ও রেডিও তৈরি করতে পারে কিন্তু জীবন

নয়। অথচ অধ্যাপক আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন যে, জীবন কোন কিছু ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করা। প্রফেসরের সূত্র শিক্ষা দেয় যে প্রাকৃতিক নিয়ম কোন কিছু না হতেই সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের বিশ্ব প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতেছে। যদি আপনি খাদ্য না খেয়ে থাকেন অথবা অন্য কোনভাবে দেহে প্রবেশ না করিয়ে থাকেন তবে আপনি মারা যাবেন। আপনি এই ব্যবস্থার অগ্রাহ্য অথবা এড়াতে পারবেন না। কেহই ইহা হতে রক্ষা পাবে না। যদি আপনি না ঘুমিয়ে থাকেন, আপনার দেহ নেতিয়ে পড়বে। আপনি এই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা করতে পারবেন না। মৃত্যুর জন্য যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাহা থেকেও আপনি রক্ষা পাবেন না। মানুষের মৃত্যুহার হল শতভাগ সত্য। এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম নেই। প্রফেসর এমন ভাবে তাহার সূত্র ব্যবহার করলেন যে তাহাতে মনে হয় প্রাকৃতিক নিয়ম হল নিজ থেকে ঘটা একটি ঘটনা মাত্র।

তৃতীয় সমস্যা হল পরিবারের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করা। মানব সভ্যতা পরিবার দিয়েই গঠিত হয়েছে। মানব ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই যে কোন এক সময় মানুষ পরিবার ছাড়া বর্তমান ছিল। প্রফেসর আমাদের বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন যে পুরুষের সাথে একই সময় মহিলাও বিকশিত হয়েছিলেন পরিপূর্ণতা পাবার জন্য। তাহারা একে অপরের সান্নিধ্য নিজ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিল রোমাঞ্চকর ভাবে এবং সেই থেকেই পুরুষ ও স্ত্রী পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে উল্লেখ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে। পুরুষ স্ত্রীলোক হতে এবং স্ত্রীলোক পুরুষ হতে আলাদা, অথচ তাহারা যথাযথ এবং একে অপরের সাথী। প্রফেসর বলেছেন যে তাহারা একই সাথে পরিপূর্ণতায় এসেছে এবং উহার ফল হল পরিবার সৃষ্টি। অন্য কথায় তিনি বলতে চাচ্ছেন যে পরিবার এসেছে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে অর্থাৎ পরিবার হল এক দুর্ঘটনার ফল।

আমাদের মন বিশ্বাস করতে পারে না যে জীবন নিজে নিজে, প্রাকৃতিক নিয়ম নিজে নিজে, এবং মানুষের পরিবার নিজে নিজে সৃষ্টি

হয়েছে, এবং কোন কিছুর ছাড়াই তাহা হয়েছে। মাত্র একটি ভাবে মানুষের অস্তিত্বের কথা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে আর তা হল এই যে, একজন সর্বশক্তিমানই মানুষ সৃষ্টি করে তাহাকে এই পৃথিবীতে এক বিশেষ কারণে রেখেছেন।

আমরা আমাদের চিন্তাভাবনার দ্বারা কোন ধরনের উপসংহারে আসতে পারলাম, বাইবেল পরিষ্কার ঘোষণা করেছে। বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে যে, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ..." (আদি ১:২৬)। বাইবেল অনুসারে ঐশ্বরিক জীবন দ্বারাই মানুষের জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আরও জানি, "পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজা-বন্ত ও বহু-বংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্য-গনের উপরে, আকাশের পক্ষিগনের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর" (আদি ১:২৭,২৮)। ঈশ্বর মনুষ্যকে এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি দিয়েছেন, তাঁহার নিজের মত। তিনি পরিবারের সৃষ্টি করেছিলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সৃষ্টির মাধ্যমে। ঈশ্বরই প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছিলেন যাহা পৃথিবীর জীবন পরিচালনা করতে ব্যবহার করা হবে।

বিচারশক্তি আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে মানুষের জীবন সৃষ্টি করেছেন এক সর্বশক্তিমানের হস্ত এবং ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য হেতু। কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই, আমরা বলতে পারি, "বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহ-রূপে ও আশ্চর্য-রূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে" (গীত ১৩৯:১৩,১৪)।

একজন ধর্ম প্রচারক একদা বলেছেন, "পৃথিবীর বেশ কটি দেশে আমি গিয়েছিলাম, একই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রতিটি দেশেই পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ, যখন শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় দুই যোগ দুই সমান চার, তাহারা সর্বদা একই ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাহারা প্রথমে চিন্তা করে এবং পরে সিদ্ধান্ত নেয় উহা সঠিক। কেননা কোন

কিছু তাহাদের মনের মধ্যে ঐ বিষয়টি নিয়ে নাড়া দেয় ও তাহারা উহাকে সত্য বলে গ্রহণ করে, তেমনই যখন সকল দেশে শিক্ষা দেওয়া হয় যে ঈশ্বর পৃথিবী, মহাবিশ্ব এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাহারা এ বিষয়ে চিন্তা করে এবং পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে বিষয়টি আসলেই সত্য। তাহাদের হৃদয়ে কোন কিছু এই শিক্ষা নিয়ে সাড়া দেয় এবং উহাকে সত্য বলে গ্রহণ করে। আমি যত দেশে বা জাতির কাছে গিয়েছি এই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তাহাদের কাছ থেকে পেয়েছি। ”

আপনি যদি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করেন- তাহার জীবন, তাহার বুদ্ধিমত্তা, তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, তাহার ন্যায়পরায়ণতা, এবং তাহার দেহ- আপনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন যে, সে কোনক্রমেই হঠাৎ উদয় হয় নাই, বরং কোন এক সর্বশক্তিমান তাহাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে ঈশ্বর সত্যই বর্তমান আছেন। মানুষের অস্তিত্বই তাহা প্রমাণ করে।

উপসংহার

যে দুটি সাক্ষ্য আমরা তুলে ধরেছি তাহা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন- মহাবিশ্ব ও মানুষের সম্পর্কে সাক্ষ্য। উহাদের দ্বারা যে উপসংহার আমরা পাই, তাহাতে এতই নিশ্চয়তা আছে; অস্বীকার করা যায় না; বাইবেল বলে “মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, ‘ঈশ্বর নাই’” (গীত ১৪:১)।

ইহা আরও বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত হবে যে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন একদিন সেই ঈশ্বর আমাদের বিচারে আনিবেন এবং আমরা কেমন জীবন যাপন করেছি তাহার হিসাব নিবেন। এই কারণেই ঈশ্বর যীশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং আমাদের বাইবেল দিলেন। তিনি চাহেন যেন আমরা জানতে পারি কেন আমরা এখানে এবং আমাদের কাছে তিনি কি আশা করেন। যীশু বলেছেন, “যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে” (যোহন ১২:৪৮)।

এক আশ্চর্য ধরনের সত্য যাহা যীশু এবং বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে যে, ঈশ্বর চাহেন তাঁহার সন্তান হিসেবে আমাদেরকে দত্তক নিতে। যিনি সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী এবং সমস্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁহার অনন্তকালীন পরিবারে তিনি আমার সহভাগিতা চাহেন। তিনি তাঁহার পুত্রের সু-সমাচারের দ্বারা আমাকে আহবান করেছেন। যখন আমি যীশুর উপরে বিশ্বাসে সু-সমাচারে বাধ্য হই, পাপ হতে মন পরিবর্তন করি, যীশুকে স্বীকার করি, এবং খ্রীষ্টের দেহে বাপ্তিস্ম নেই, তখন আমি তাঁহার আধ্যাত্মিক পরিবারে দত্তকতা প্রাপ্ত হই (ইফি ১:৫; গালা ৪:৬)। বাক্য অনুসারে, আপনি শুধুমাত্র এই জানতে পারেন যে ঈশ্বর আছেন তা নয় বরং আরও জানতে পারেন যে আপনি তাঁহার সন্তান।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 276 পৃষ্ঠায়)

১। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্নটি আপনি করতে পারেন?

২। "ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?" প্রশ্নটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন?

৩। বাইবেল কি দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে?

৪। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন সাক্ষ্যটি যথাযথ যাহা আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ঈশ্বর আছেন?

৫। মানুষের অস্তিত্বের পেছনে ঈশ্বর আছেন যিনি এই বিশ্বাস করেন না, তাহার জন্য কোন তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হবে?

সৃষ্টিকর্তা অথবা ঝুঁকি

ডক্টর A. Cressy Morrison, নিউইয়র্ক প্রদেশের বিজ্ঞান একাডেমির সাবেক প্রেসিডেন্ট, অধ্যক্ষ, বলেছেনঃ

> সাক্ষ্য অতিব প্রখর সবকিছুর পেছনে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত…… বিশ্বকে আমরা যথাযথ স্থানে দেখতে পাচ্ছি, যদি দশ ফুটের মত সরিয়ে পৃথিবীর উপরি ভাগের কঠিন আবরণকে বিন্যস্ত করা হত এবং সমূদ্র যদি কয়েক ফুট নীচে থাকত তবে আমাদের জন্য কোন অক্সিজেন অথবা গাছপালা থাকত না। আমরা জানি যে, ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী একবার ঘুরে আসে, যদি এই ঘূর্ণন সময় আরও দীর্ঘ হত তবে জীবন ধারণ অসম্ভব হত। সূর্য্যের চারপাশে পৃথিবীর ভ্রমণের গতি যদি সত্যিকারে বেশী বা কম হত, জীবণের অস্তিত্ব যদি সেখানে থাকত তবে তাহা সম্পূর্ণভাবে বর্তমানের চেয়ে আলাদা হত। সহস্রের মধ্যে সূর্য্য হল একটি যাহা পৃথিবীতে আমাদের জীবন সম্ভব করতে পারত, উহার আকার, ঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং উহার রশ্মির ধরণ, সবকিছু যথাযথ হলে এবং আছেও তাই। আমরা জানি যে বায়ুমন্ডলের গ্যাস একে অপরের সাথে বিন্যস্ত একটু পরিবর্তন হলেই ভয়বহ হবে পরিস্থিতি……
>
> পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ, বায়ূমন্ডলে উহার অবস্থান এবং চমৎকার সমন্বয় সাধন, লক্ষের মধ্যে যদি এক ভাগও সমন্বয় ঘটে, এবং সবকিছুর ঘটনা হিসাব করা যাবে না… অপ্রত্যাশিত ঘটনার নিয়মে ইহার কোন উত্তর মেলে না… প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সারসংক্ষেপ প্রশ্নাতীত প্রমান যে সব কিছুর মূলে পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য আছে। একটি কার্য্যপরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করে সম্পন্ন করা হয়েছে শ্রেষ্ট সত্তার দ্বারা যাহাকে আমরা ঈশ্বর বলি।[1]

[1]A. Cressy Morrison বলেন, মানুষ এক থাকতে পারে না (নিউউয়র্ক: ফ্লেমিং, এইচ রেভেল কোং, ১৯৪৪), ৯৪, ৯৫; আমি বিশ্বাস করি কারণ… এই লেখায় ব্যাসেল ব্যারেট ব্যাক্সটার দ্বারা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (গ্রান্ড র‍্যাপিট, মিশ.: বেকার বুক হাউস, ১৯৭১), ৬৬।